<u>মহাপরিচালকের বক্তব্য ঃ সেমিনার, ২৪ মার্চ, ২০১০</u>

সম্মানীয় সভাপতি,

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি ।

শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুজিবুর রহমান ফকির, এমপি ।

বিজ্ঞ প্রবন্ধ উপস্থাপকবৃন্দ ।

সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণ ।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ ।

আচ্ছালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল ।

প্রারম্ভেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সেই সকল গর্বিত বাংলার মাটির সন্তানদের যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করেছেন । একই সংগে অকুণ্ঠচিত্তে সম্মান জানাচ্ছি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যারা তাঁদের জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । স্বাধীনতা বার্ষিকী মূলত আমাদেরকে **১৯৭১** হতে আজ অবধী আমরা কি অর্জন করেছি তা নবতর মূল্যায়নের দিকে নিয়ে যায় । বস্তুগত ও অবস্তুগত এসব অর্জন অর্থনীতি, উন্নয়ন - পররাষ্ট্র, নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ নীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মত বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । এই চেতনা মনে রেখে, অতীতে **বি আই আই এস এস** বার্ষিক স্বাধীনতা দিবস স্মারক সেমিনারে অনুরূপ বহু বিষয়ের অবতারনা করেছে । **<u>মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের ভূমিকা ঃ ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা</u>** শীর্ষক এ বছরের স্মারক সেমিনারও এরূপ প্রয়াস সমূহের একটি যার উদ্দেশ্য, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে গণমানুষের প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষন করা । এই শুভলগ্নে আমি আজকের সেমিনারের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার বিপুল কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রধান অতিথি হিসাবে সেমিনারকে মহিমান্বিত করতে সম্মত হওয়ার জন্য । বিশেষ অতিথি হিসাবে সদয় উপস্থিতির জন্য আন্তরিকভাবে আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুজিবর রহমান ফকির, এমপিকে ।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তথাকথিত 'অপারেশন সার্চলাইট' -এর অধীনে বর্বরতম ও ভয়ংকর গণহত্যা হিসেবে যার সূচনা হয়েছিল, সেটাই পরবর্তী কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তির পথ করে দেয়, যখন ২৬শে মার্চ, **১৯৭১**- এর সূচনালগ্নেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বার্তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, যাতে বলা হয়েছিল; "পাকিস্তান সেনাবাহিনী পিলখানায় ইপিআর হেডকোয়ার্টার ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হঠাৎ আক্রমন করেছে এবং শহরের বহু মানুষকে হত্যা করেছে। ঢাকা ও চট্রগ্রামের রাস্তায় লড়াই চলছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বীরবিক্রমে লড়াই করেছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের প্রতি আমার আবেদন ও নির্দেশ, দেশকে মুক্ত করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আনসারদের সহযোগিতা নিন। কোন আপস নয়; জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে সর্বশেষ শত্রুটিকে বিতাড়িত করুন। আওয়া.মী লীগের সমস্ত নেতা-কর্মী, অন্য সকল দেশপ্রেমি ও মুক্তিপ্রিয় জনগণের কাছে এই বার্তা পৌছি দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।"

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ।

গণযুদ্ধের প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে, মুক্তিযুদ্ধের যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল মুক্তিযুদ্ধে গ্রামের জনগণের বিপুল অংশগ্রহণ। কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, কাঠমিস্ত্রি, শ্রমিক, দিনমজুর - বিভিন্ন পেশার এই গ্রামীন জনগণই ছিলেন মুক্তিবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। মুক্তিযুদ্ধে গ্রামীণ জনগণের এই বিশাল অংশগ্রহণ কতগুলো প্রশ্নের জম্ম দেয় ঃ (১) কারা এই জনগণ? (২) কী তাদেরকে প্রভাবিত করেছিল, অকুতোভয়ে তাদের চাষের জমিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করতে? (৩) কিভাবে তারা শহরে অভিজাত শ্রেণী থেকে আসা নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ কাঠামো ও সংগঠনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন? (৪) অশিক্ষিত, অপুষ্ট, কম দামী পরিচ্ছদের সৈনিক হিসাবে যুদ্ধের ময়দানে তারা কতটা সফল হয়েছিলেন? (৫) যুদ্ধের নয়মাসে এই মাটির সন্তানদের ভূমিকা কি জাতির ইতিহাসে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়, নাকি তা শুধুই 'কথা এবং নীরবতার মাঝে' সীমাবদ্ধ থাকে? এই পরিপ্রেক্ষিতে, **'মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের ভূমিকাঃ ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা'** শীর্ষক সেমিনারটির উদ্দেশ্য হবে নিম্নরুপ ঃ

- বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগনের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন।

- মুক্তিযুদ্ধে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত যেসব রণনীতি ও রণকৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, তা যাচাই করা ।

- মুক্তিযুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আকষ্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগিকতা যাচই করা ।

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ভূখন্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষার মডেল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে দেখা ।

- ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও গণপ্রতিরোধের রূপ ধারণ করবে কিনা তা যাচাই করে দেখা ।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ ।

পরিশেষে আমি প্রবন্ধ উপস্থাপকদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে তাদের অন্তর্দৃষ্টি ও ধারণা আমাদেরকে আরও আলোকিত করবে । আমি আজকের সেমিনারের মাননীয় প্রধান ও বিশেষ অতিথিকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এই সেমিনার আমার মহাপরিচালক হিসেবে বর্তমান সময়ের জন্য শেষ অনুষ্ঠান । বিগত এক বৎসরে আপনাদের নিবেদিত সহযোগীতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষের মাধ্যমে সম্মানীত সভাপতিকে সেমিনার পরিচালনার অনুরোধ জানাচ্ছি । উপস্হিত সকল অংশগ্রহণকারীদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।